দৈনিক বাংলা

124

তারিখ ... 27 JUL 1995 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভর্তি পরীক্ষা

উচ্চশিক্ষার জন্য এখন পরীক্ষা ও পড়ার কোন শেষ নেই। এক পরীক্ষা শেষ হলে আরেক পরীক্ষার পড়া শুরু হয়। এ পড়ার লক্ষ্য হচ্ছে পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি। ভর্তি পরীক্ষাও এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ তাদের সুবিধা অনুযায়ীই ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে থাকেন। আরও লক্ষ্য করা যায় যে একই দিনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তারিখ নির্ধারিত হয়। এতে বিপদে পড়ে ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা। সংগত কারণেই ছাত্রছাত্রীরা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চায়। কারণ ভর্তি হওয়া এখন একটি বড় সমস্যা। মেধাবী ছাত্র হলেই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ছাত্রদের দাবী হচ্ছে— এমনভাবে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হোক যাতে সকল ভর্তি পরীক্ষায়ই তারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

তবে এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের যুক্তিও ফেলে দেবার নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, সব ছাত্র সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। একই ছাত্র একাধিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়। পরবর্তীকালে তারা যে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়ায় সর্বত্রই নতুন করে ছাত্র নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই ভর্তি ও শূন্যস্থান পূরণের প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হয়। অতীতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নির্ধারিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়নি। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্ররা ভর্তির ব্যাপারে গড়িমসি করায় অনেক আসন শূন্য থেকে গেছে। ফলে প্রতীক্ষার তালিকার ছাত্ররাও ভর্তি হতে পারেনি সময়ের অভাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ বক্তব্য একান্তই প্রাসঙ্গিক। তবুও ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের আবেদন আছে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তারিখ সমন্বয় সাধনের। আমাদের ধারণা, ভর্তির ব্যাপারে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে বেসরকারীখাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রবণতা। অথচ কোথাও কোন সমন্বয় আছে বলে আদৌ প্রতীয়মান হচ্ছে না। এর একটা সমাধান নিশ্চয়ই সকল মহলের কাম্য।